তারিখ ...18.FEB.2016...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৬ ......

সমকাল

পড়ুয়ারা ঝুঁকছেন ই-বইয়ের দিকে

■ দীপন নন্দী

এখন ই-বইয়ের যুগ। যদিও অনেকেরই সংশয় রয়েছে, তা কি আর ছাপা বইয়ের বিকল্প হতে পারবে? বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ই-বই এখনও কাগজের বইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেনি। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রতিদিনই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত পাঠক ভিড় জমান বিভিন্ন প্যাভিলিয়ন আর স্টলে; মূলত ছাপা বই-ই কেনেন তারা। কিন্তু ইউপিএলসহ কয়েকটি প্রকাশনী এরই মধ্যে ই-বই প্রকাশনা ও বিক্রিতে নেমেছে। এ বছরের বইমেলায় ই-বই-মুখিনতা বেশ দৃশ্যমান। কারণ, সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাড়ছে ই-বইয়ের চাহিদা। কয়েকটি ই-বইয়ের স্টলও রয়েছে মেলায়। এ বছরের বইমেলা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

'পড়ুয়ারা ঝুঁকছেন

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

থেকে প্রকাশনা সংস্থা শুদ্ধস্বরও পরীক্ষামূলকভাবে ই-বই প্রকাশনা শুরু করেছে। তরুণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন ই-বইয়ের পাঠক। মোবাইল ও ট্যাবে তারা সংযুক্ত করছেন প্রিয় লেখকের ই-বই। ভিড় করছেন মেলার ই-বইয়ের স্টলগুলোতে।

বাংলা একাডেমির পুকুরপাড়ে 'মোদের গরব ভাস্কর্যের' পেছনের রয়েছে 'সেই বই' ও 'বেঙ্গল ই-বই'য়ের স্টল। গতকাল বুধবার সেখানে দেখা গেল, স্মার্টফোন ও ট্যাব হাতে নিয়ে অনেকেই ই-বই সংগ্রহ করছেন। তাদের একজন টিকাটুলীর মনোয়ার হোসেন। অফিস সেরে মেলায় এসে বেঙ্গল ই-বই স্টলে মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড এবং নিবন্ধন করলেন তিনি। বললেন, 'যানজটের এ নগরে হাতে বই নিয়ে ঘোরা কঠিন। তবে মোবাইলের মধ্যেই চাইলে পছন্দের বইটি পড়ে নেওয়া যায়। আর সময়টাও ঠিক নষ্ট না হয়ে কাজে লাগে। হাতের মুঠোয় বই নিয়ে ঘুরছি, এটা ভাবতেই অন্য রকম লাগে। প্রযুক্তির সুফল তো এখানেই।'

বেঙ্গল ই-বইয়ের স্টলে কর্মরত মাহমুদ সজল সমকালকে বলেন, 'বেঙ্গল ই-বই' নামের অ্যাপস গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড ও বিনামূল্যে নিবন্ধন করা যায়। আমাদের স্টলেও করা যাচ্ছে। মেলার ১৭তম দিন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার জন অ্যাপসটি মুঠোফোনে ডাউনলোড ও নিবন্ধন করেছেন।'

সজল জানান, গত ২২ জানুয়ারি 'বেঙ্গল ই-বই'য়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হওয়ার পর এবারের মেলায় প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে বেঙ্গল ই-বই। এ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের ২০০টির মতো ই-বই অ্যাপসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে জানিয়ে সজল বলেন, 'এগুলোর মধ্যে ৩০টি বই বিনামূল্যে পড়া যাবে। বাকিগুলো পড়তে মোবাইল ব্যাংকিং ও এটিএম কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ বইগুলোর দাম ১০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত।'

ই-বইয়ের আরেকটি স্টল 'সেই বই'। যেখানে ডাউনলোড ও নিবন্ধন করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন বিনামূল্যে ২৫০টির বেশি ক্ল্যাসিক বই। অ্যাপসে থাকা অন্য দেড়শ'টির বেশি বই পড়তে হলে টাকা পরিশোধ করতে হবে।

'সেই বই'য়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ দেব বললেন, 'গত কয়েক মাস আগে আমরা এটা চালু করেছি। এই অ্যাপস এরই মধ্যে ১০ হাজারের বেশি ডাউনলোড এবং ৫০ হাজারের বেশি নিবন্ধন হয়েছে। মেলার সময়ে নিবন্ধন হয়েছে ছয় হাজারের মতো।' তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যেসব লেখকের রয়্যালটি শেষ হয়ে গেছে, তাদের বই পাওয়া যাচ্ছে বিনামূল্যে। আর সমসাময়িক লেখকদের বই পড়তে হলে টাকা খরচ করতে হবে।

নতুন বই : একাডেমির তথ্য অনুযায়ী গতকাল প্রকাশিত হয়েছে ১৪০টি বই। এর মধ্যে গল্প ১৮, উপন্যাস ১৯, প্রবন্ধ ৬, কবিতা ৪৭, গবেষণা ১, ছড়া ৩, শিশুসাহিত্য ৫, জীবনী ৩, রচনাবলি ১, মুক্তিযুদ্ধ ১২, বিজ্ঞান ৩, ভ্রমণ ৩, ইতিহাস ৩, চিকিৎসা/স্বাস্থ্য ১, অনুবাদ ১, ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ১৪টি।

মেলায় প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– আবদুল মান্নান সৈয়দের 'নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা' (রোদেলা), কামাল লোহানীর 'এদেশ আমার গর্ব' (গ্রন্থকানন), রশীদ হায়দারের 'নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য' (নন্দিতা প্রকাশ), নির্মলেন্দু গুণের 'কবিতা, অমীমাংসিত রমনী' (জয়তী), আতিউর রহমানের 'বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ' (জার্নিম্যান বুকস), নাসির আহমেদের কিশোর প্রেমের কবিতার বই 'মেঘের দেশে তারার দেশ' (প্রকাশনা : মাতৃভাষা প্রকাশনী; পরিবেশক : অনন্যা), পূরবী বসুর 'বাংলার স্মরণীয় নারী' (অন্যপ্রকাশ), খালেদ হোসাইনের 'কাকে বলি অন্ধকার কাকে বলি আলো' (অনিন্দ্য), ড. মোহাম্মদ হান্নান 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস', মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস অনূদিত 'বাবরনামা' (ঐতিহ্য), হরিশংকর জলদাসের 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত' (অবসর), ড. চিত্তরঞ্জন দাসের 'ভিক্টোরিয়া থেকে নায়াগ্রা : জানা-অজানার পথে পথে' (আগামী), রকিব হাসানের 'কিশোর মুসা রবিন সমগ্র-১' (শিকড়), ড. মাহবুবুল হকের 'ভাষার লড়াই থেকে মুক্তিযুদ্ধ' (অনুপম), মোকারম হোসেনের 'গাছ চেনা ফুল চেনা' (শিশু একাডেমি) ইত্যাদি।

মেলামঞ্চের আয়োজন : গতকাল বিকেলে মেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'শওকত ওসমান জন্মশতবার্ষিকী' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শান্তনু কায়সার। আলোচনায় অংশ নেন মঈনুল আহসান সাবের, জাকির তালুকদার, নূরুল করিম নাসিম ও জয়দুল হোসেন। সভাপতিত্ব করেন সেলিনা হোসেন।